হ্নীলা এলাকার বিশিষ্ট ভূস্বামী
হাজী মুহাম্মদ নছীমের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভূমিকা :

হাজী মুহাম্মদ নছীম (জন্ম, আনু. ১৮৯৩-১৯৭৮ খ্রি) বর্তমান কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট ভূস্বামী ও সমাজপতি ছিলেন। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সমাজসেবক হিসেবেও স্থানীয় জনগণের কাছে পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলের শেষভাগ হতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় পর্যন্ত তার প্রভাব হ্নীলা'র আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে গভীর ছাপ রেখে যায়। হ্নীলা'র একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হাজী মুহাম্মদ নছীম এবং তার উত্তরসূরীদের রাহেলিল্লা ওয়াক্ফ করা জমি রয়েছে। হাজী মুহাম্মদ নছীমের জীবনকর্ম ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে জনকল্যাণে নিবেদিত ছিল।

জীবনকাল ও পটভূমি:

বর্তমান হ্নীলা'র একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে ১৮৯৩ সালে হাজী মুহাম্মদ নছীম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি ধর্মীয় ও প্রথাগত শিক্ষায় বেড়ে ওঠেন। ইসলামি শিক্ষা ও প্রথাগত কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা তাকে ছোটবেলা থেকেই ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্ববান করে তোলে। তার পুর্বপুরুষেরা চট্টগ্রামের ভূস্বামী বা জমিদার ছিলেন যারা ইংরেজদের মদদপুষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার নই বরং মোঘল আমলের জায়গীরদারি জমিদার ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের আগে চট্টগ্রাম এলাকার অধিকাংশ মুসলিম জমিদার তারাই ছিলেন যারা ১৬৬৬ সালে বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁনের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের সাথে মগ জলদস্যুদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারে সৈনিক প্রধান হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় সিপাহীদের পরাজয়ের সাথে-সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য একাধিক মুসলিম জমিদারের ন্যায় তাদের জমিদারিও দেশীয় সিপাহীদের সাহায্যের অভিযোগ এনে নানা ধরনের দোষ মামলা চাপিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেই। যার কারণে মুহাম্মদ নছীমের তৃতীয়তম পুর্বপুরুষ মীর মুহাম্মেদ ফজর আলী খাঁন ঐ এলাকা ছেড়ে বর্তমান হ্নীলা'য় এসে বসতি গড়েন। মুহাম্মদ নছীমের পিতা আকবর আলী খাঁন একজন সম্মানিত ভূমিমালিক ছিলেন, যা পরবর্তীতে হাজী নছীমের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

জমির পরিমাণ ও অবস্থান

মুহাম্মদ নছীম তার পুর্বপুরুষদের নিকট পাওয়া জমি আর তার নিজস্ব খরিদকৃত জমির দ্বারা জমিদারিত্ব চালিয়েছিলেন। বর্তমান হ্নীলা'র পশ্চিম সিকদার পাড়া ও লেচুয়াপ্রাং এলাকায় বিশাল কৃষি এবং পাহাড়ি জমির মালিক ছিলেন। হ্নীলা'র "আবুল হোছাইনের বাঁ'র ঘোনা" নামক পাহাড়ি এলাকাটি এখনো তার নাম বহন করে চলেছে। এই সমস্ত জমির অধিকাংশ মুহাম্মদ নছীম তার পিতার কাছ হতে প্রাপ্ত বাকিগুলো তার করিদকৃত। মুহাম্মদ নছীমের তৃতীয়তম পুর্বপুরুষ মীর মুহাম্মেদ ফজর আলী খাঁন ১৮৬০ সালের দিকে টেকনাফ এলাকার তৎকালীন ব্রিটিশদের মদদপুষ্ট মগ জমিদার মংজাই চৌধুরীর পিতা হতে ৩৬০ কানি জমি ক্রয় করেন এইসমস্ত জমি মূলত তারই অংশবিশেষ।

বাণিজ্যিক সম্পত্তি :

হ্নীলা বাজারে ২+ একরেরও বেশি সুপার মার্কেট ও গোডাউনের মালিকানা তার অর্থনৈতিক প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়।

জমিদারি ব্যবস্থাপনা :

হাজী মুহাম্মদ নছীম জমিদার হিসেবে হ্নীলা'র পশ্চিম সিকদার পাড়া, লেচুয়াপ্রাং এলাকা ও আশেপাশের গ্রামে জমি ও কৃষির দেখাশোনা করতেন। জমিদারি জীবনকালে তিনি প্রজাদের সঙ্গে স্নেহশীল আচরণ করতেন এবং কৃষক–মজুরদের উন্নয়নে সহযোগিতা দিতেন। তিনি জমি ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা বজায় রাখতেন এবং সাধারণ কৃষকদের কল্যাণকে গুরুত্ব দিতেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা :

তিনি এলাকায় ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে সবসময় সক্রিয় ছিলেন। স্থানীয় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রেখেছেন। তার ইচ্ছানুসারে তার সন্তানেরা হ্নীলা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় জমি এবং অর্থায়ন

করেন, যা হ্নীলা'র মতো ব্যাস্ততম বাজারে দুর-দুরান্ত থেকে আসা মুসল্লীদের দুর্ভোগ কমায় এছাড়াও তার উত্তর-সুরীরা নিজ এলাকয় আরো দুটি মসজিদ, হেফজখানা এবং নুরানি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, দক্ষিণ চট্টলার অন্যতম প্রাচীন কাওমিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামেয়া দারুস্ সুন্নাহ'র নামে কৃষি জমি এবং হ্নীলা বাজারে হাজী নছীম মার্কেটের দক্ষিণ সংলগ্ন মাদ্রাসা মার্কেটের জমি ওয়াক্ফ করেন। তার উদ্যোগে কিছু রাস্তা, পুকুর ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বলে স্থানীয়রা স্মরণ করে থাকে।

হাজী মুহাম্মদ নছীম ছিলেন সাদাসিধে, উদার, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। জনগণ তাকে একজন অভিভাবকের মতো মানতো। তার নেতৃত্বে এলাকায় শান্তি ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। মুহাম্মদ নছীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে ২০১০ এর দশক পর্যন্ত হ্নীলা'র সবচেয়ে বড় সমাজগলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল এই সমাজের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০ টিরও অধিক পরিবার যেগুলো টেকনাফের দমদমিয়া থেকে উত্তরে হ্নীলা'র মৌলবরবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল,যা সর্দার আবুল হোছাইনের বা'R সমাজ নামে সর্বাধিক পরিচিত,

দানশীলতা :

প্রতি মাসে গ্রামের গরিব মিসকিনদের মাঝে চাল বিতরণ এবং "চিন্ডি" (বৃহত্তর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সেমাই) এর ব্যবস্থা করতেন।

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে আশ্রয় প্রদান করেন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

নাফ নদীর মাছ তুলে শুঁটকি উৎপাদন আর
হালচাষ (নিজ জমিদাররী) থেকে উৎপন্ন চাল মিয়ানমারের মংডু, আকিয়াবে রপ্তানি হতো।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

জীবনের শেষ সময়ে তিনি জমিদারির দায়িত্ব কিছুটা উত্তরসূরিদের হাতে তুলে দেন। বয়সের ভারে দুর্বল হলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সমাজে তার প্রভাব বজায় ছিল।

This biography is editing and composition by:

Tarequl Islam Bablu